দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 4 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এশিয়ান উইমেন ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা নিয়ে সংশয়

কাজী আবুল মনসুর, *চট্টগ্রাম অফিস*

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি গ্রুপ ও রোডস আইল্যান্ড গ্রুপের অর্থায়নে চট্টগ্রামে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থমকে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সরকারী তৎপরতা স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি এখানে হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে পাহাড় ঘেরা যে পরিবেশে এ ইউনিভার্সিটি হওয়ার কথা ছিল নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে প্রকল্পটির মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মানচিত্রের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার ব্যাপক পার্থক্যের কারণে এ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এডিবি ও দু'দাতা সংস্থা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রকল্পটি প্রথমে বগুড়ায় হওয়ার কথা থাকলেও অবকাঠামোগত নানা অসুবিধার কারণে তা চট্টগ্রামে চলে আসে। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশের কারণে উত্তর পাহাড়তলী এলাকায় ১০৪ একর খাস জমির ওপর এ ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। দীর্ঘ ১ বছর ২ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিদেশীরা তাগাদা দিলেও সরকারী নীরবতা নজরে পড়ার মতো। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা থেকে স্থপতিদের একটি গ্রুপ এলাকা পরিদর্শনসহ বিস্তারিত ডিজাইন নিয়ে যায়। তাছাড়া গত ২০০৩ সালে ডিসেম্বরে এ এলাকার পুরো মানচিত্র দাতাসংস্থা ও এডিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশে এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি চূড়ান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রের রোডস আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইনের স্থাপত্য অনুষদের প্রফেসর ড. এশিবারেথ হারমাইনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি ডিজাইন প্রস্তাব তৈরি করেন। প্রস্তাবে চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পাহাড়তলীর এ এলাকার পাহাড়ী নৈসর্গিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখে এটি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এ ব্যাপারে দাতা সংস্থা ও অর্থ প্রদানকারী কোম্পানিগুলোকে সার্বিক ব্যাপারে জানানো হয়। কিন্তু এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার পর এলাকা ঘিরে পাহাড় কাটার ধুম পড়ে। নির্বিচারে পাহাড় ধ্বংস চলছে। পুলিশ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সরকারী দলের সর্বস্তরের হোতারা পাহাড় কেটে প্লট নির্মাণ করছে। রাতের আঁধারে পাহাড় কাটার ফলে এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটির প্রকৃত মানচিত্র পাল্টে যাচ্ছে। যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনারে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটির ওপর আলোচনাকালে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম। একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে সেমিনারে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন স্থপতি জেরিনা হোসেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে পরিবেশের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে এবং প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে বর্তমান চিত্রের ব্যাপক তফাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মত ব্যক্ত করেন। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে এ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা নিয়ে সংশয় দেখা দেবে বলে সেমিনারে উলেখ করা হয়। এ অবস্থায় এ এলাকা ঘিরে পাহাড় কাটা বন্ধ এবং সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

উলেখ্য প্রস্তাবিত এই ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। নারী গোষ্ঠীকে সংস্কারমুক্ত মানবিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, নেতৃত্ব ও স্বাবলম্বী করে তোলাই এ ইউনিভার্সিটি শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য বলে দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা মত প্রকাশ করেন।

চলছে নির্বিচারে পাহাড় কাটা, পাল্টে যাচ্ছে মানচিত্র